বাংলাদেশের সংখ্যালঘু দিবস পালিত

দৈনিক স্টেটসম্যান - ২০/৬/০৬

নিজস্ব প্রতিনিধি – সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার ক্রমশ তীব্র হচ্ছে বাংলাদেশে। খালেদা জিয়া সরকারকে বেশ কয়েকটি সংখ্যালঘু সংগঠন এব্যাপারে আবেদন জানালেও কোনও কাজ হচ্ছে না। সংখ্যালঘু সম্প্রাদায়ের মধ্যে রয়েছেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গে এর পরোক্ষ প্রভাব পড়লেও রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে নীরব দর্শক হয়ে রয়েছে। ক্যামপেন এগেনস্ট অ্যাট্রোসিটিস অন মাইনরিটিজ ইন বাংলাদেশ (ক্যাম্ব)- এর উদ্যোগে শুক্রবার সংখ্যালঘু দিবস পালন উপলক্ষে একথা জানান বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ।

১৯৮৮ সালে আজকের এই দিনটিতেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সংবিধান বদল করে 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' করা হয়েছিল। তাতে সংখ্যালঘুরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিনত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু মানুষের মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে চলেছে ক্যাম্ব। সংস্থার দাবি, বাংলাদেশের মৌলবাদ এরাজ্যেও থাবা বসাচ্ছে। তসলিমার বই বাতিল করতে সমর্থ হয়েছে তারা। অভিযোগ, মুর্শিদাবাদ থেকে বাউল গান তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর জ্বালানো, ধর্ষণ করা, এবং ধর্মান্তরিত করার এক মাসের পরিসংখ্যান দিয়ে রবীন্দ্রবাবু বলেন, বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত একটি মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়নি। ২০০১ সাল থেকে খালেদা জিয়া সরকার আসার পর এই অবস্থা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। অমল দত্ত বলেন, আমাদের এই প্রতিবাদ আরও আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে হবে যাতে বাইরে থেকে বাংলাদেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়।